গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কৃষি মন্ত্রণালয়

শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ ঃ ১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৯ ইং/৩রা অগ্রহায়ণ, ১৪০৬ বাং

নং কৃষি-৫/ম-২/৯৮(অংশ-৮)/৭২৭—কৃষি উন্নয়নে সার্বিক দিক নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গঠিত কৃষি কমিশনের সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-র পুনগর্ঠন বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় একটি প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করে যা মন্ত্রিপরিষদে ১৯-১০-৯৮ ইং (৪ঠা কার্তিক, ১৪০৫ বাংলা) তারিখে অনুমোদিত হয়। তবে ক্ষুদ্রসেচ, ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিএডিসিকে যে সব দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে তা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় বা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে আলোচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কৃষি ও খাদ্য উপদেষ্টাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কৃষি ও খাদ্য উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে বিএডিসির পুনর্গঠন সংক্রান্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে বিগত ০১-০১-৯৯ ইং তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ করেন।

২। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-র পুনর্গঠন এবং পুনর্গঠিত বিএডিসি-র জন্য নির্ধারিত কার্যপরিধিসমূহ নিম্নরূপ হবে ঃ

(ক) **ক্ষুদ্রসেচ ঃ**

(১) ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ;

(২) ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি সম্পদ উন্নয়ন ঃ

- ভূ-গর্ভস্থ, ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের জরিপ, অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ পরিবীক্ষণ পূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন ও প্রচার (ডেসিমিনেশন)। ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় পর্যায়ে পানি সম্পদ উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সাথে বিনিময় এবং উপাত্ত-ভিত্তি (ডাটা বেইজ) উন্নয়নে অংশ গ্রহণ ;
- বিভিন্ন প্রকার মাটি/পরিবেশ উপযোগী ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পসমূহে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কারিগরী তথ্য ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা ;
- আর্সেনিকসহ অন্যান্য সেচজনিত পরিবেশ দূষণ সমস্যার কারণ অনুসন্ধান এবং সমাধানের দিক নির্দেশনা প্রদান ;

(৩) কৃষক, সেচ যন্ত্রের ডিলার ও মেকানিকদের জন্য সেচযন্ত্র ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উন্নততর প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচলনা ;

(৪) সরেজমিন (অন-ফার্ম) দক্ষ সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী বাস্তবায়ন ঃ

- পানি সম্পদের প্রাপ্যতা বিবেচনায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে সমস্ত অঞ্চল ভিত্তিক ফসলের জাত ও উৎপাদন পদ্ধতি নির্ধারণসহ উপযুক্ত শস্যক্রম (ক্রপিং প্যাটার্ণ) সুপারিশকরণ ও কার্যক্রম গ্রহণ ;
- সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ;
- সেচ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় ;
- সব ধরণের সেচ যন্ত্রের কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন ;
- ফসলে সেচের পানি পরিমাণগত প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় ;
- ফসলের মাঠে পানির বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়নে কার্যক্রম (ডিজাইন, নির্মাণ ও উন্নত পানি বিতরণ ব্যবস্থা) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
- অঞ্চল ভিত্তিক ফসলে বৃষ্টির পানি এবং সম্পূরক সেচের সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
- কৃষক পর্যায়ে বৃষ্টি ও সেচের পানির সমন্বিত ও পরিপূরক ব্যবহারের সর্বোত্তম পন্থা নিশ্চিত করা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় মানানসই শস্য পঞ্জিকা তৈরী ;
- সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদের ব্যাপকভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ;

(৫) সেচ এলাকা বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প মূল্যায়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান ;

(৬) সমন্বিত আঞ্চলিক কৃষি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন;

- দুর্গম, পশ্চাৎপদ পার্বত্য ও পাদদেশ অঞ্চল, বরেন্দ্র ভূমি এবং লবণাক্ততাদুষ্ট ও অন্যান্য অনগ্রসর অঞ্চলের উপযোগী সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ;
- এনজিও/কৃষক সংঘের সংগে সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ;

(৭) সেচ ব্যবস্থাপনার জরুরী সেবা প্রদান ;

(খ) **বীজ ও উদ্যান উন্নয়ন ঃ**

(১) বীজ নীতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(২) দানাজাতীয় শস্য, পাট ও অন্যান্য শস্য বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ ঃ

- চুক্তিবদ্ধ কৃষক নির্বাচন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদান ;
- বীজের সরবরাহ বাড়ানো ;
- সংস্থার খামারে উন্নত মানের ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ;
- নিয়মিত বীজ প্রতিস্থাপন (রিপ্লেসমেন্ট) নির্ধারণ ও সে অনুযায়ী কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;

(৩) **উন্নত বীজ উৎপাদনে সার্বিক সেবা প্রদান ঃ**

- চুক্তিবদ্ধ বীজ উৎপাদনকারী ব্লক স্থাপন, কারিগরী পরামর্শ ও সহায়তা দানের মাধ্যমে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন ;
- বেসরকারী পর্যায়ে বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি হস্তান্তর/সম্প্রসারণ সহায়তা দান ও ব্যবস্থা গ্রহণ :
- ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজের মান নিয়ন্ত্রণ ;
- প্রত্যায়িত বীজ সংরক্ষণের জন্য হিমাগার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা ;
- বীজ ব্যবসায়ীদের জন্য বীজ বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ;
- বীজ আমদানী ও রপ্তানী ;
- প্রাকৃতিক ও অন্যান্য যে কোন কারণে দুর্যোগের পর দূর্গত এলাকায় সরবরাহ করার জন্য আপদকালীন বীজ মজুদ রাখা ;
- বেসরকারী খাতে প্রত্যায়িত বীজ অব্যাহত উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণে উৎসাহ ও কারিগরী পরামর্শ সহায়তা সেবাসহ প্রশিক্ষণ প্রদান ;

(৪) সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় সরেজমিনে বীজের মান মূল্যায়ন এবং মৌসুম অনুযায়ী বীজের চাহিদা নির্ণয় ;

(৫) 'সংকর বীজ' উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ ;

(৬) আলুসহ উদ্যান ফসলের বীজ/চারা উৎপাদনের পাশাপাশি ব্যক্তি খাতে বাণিজ্যিক উৎপাদনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়ক সেবা প্রদান ;

(৭) পার্বত্যঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন উপযোগী ফলবাগান ও মসলা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ;

(৮) উদ্যান ফসলের অভ্যন্তরীণ/রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণের ভৌত সুবিধা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং এতদসংক্রান্ত সহায়ক সেবা প্রদান।

(গ) **সার ব্যবস্থাপনা ঃ**

(১) সারের বাফার ষ্টক রক্ষণাবেক্ষণ ;

(২) সারের লভ্যতা ও গুণাগুণ পরিবীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ এবং 'সার নিয়ন্ত্রণ আদেশ' বাস্তবায়ন;

(৩) সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সার আমদানী সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান :

(৪) সারের সামগ্রিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এমআইএস) নিয়ন্ত্রণ ঃ

- মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকার সারের চাহিদা নিরূপণ ;
- সারের মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং এন্ড সার্ভিলেন্স কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা, লভ্যতা নিশ্চিত করা ;

(৫) সার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ সেবা প্রদান ।

(ঘ) সহায়ক সেবা ঃ

পুনর্গঠিত সহায়ক সেবা কার্যক্রম প্রশাসন ও অর্থ নামে দুইটি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। প্রশাসন বিভাগে সংস্থাপন ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলী সরাসরি চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হবে। অর্থ বিভাগে কারিগরী শাখা সমূহের সামগ্রিক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যাবলী সম্পাদিত হবে। কেন্দ্রীয় ও বিভাগ/জোন পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য জনবলের ব্যবস্থা থাকবে।

৩। জনবল ঃ অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী পুনর্গঠিত বিএডিসি'র মোট জনবল হবে ৬৮০০ জন, তন্মধ্যে ১৭০০ জন কর্মকর্তা এবং ৫১০০ জন কর্মচারী থাকবে। পুনর্গঠিত বিএডিসি'র অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট-১ এ সংযুক্ত করা হলো।

৪। পুনর্গঠিত বিএডিসির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোতে সংস্থানকৃত জনবল (৬৮০০ জন) এর বেতন ভাতাদি এবং রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বিভাগ বিএডিসি'র রাজস্ব বাজেটের বিষয়টি বিবেচনা করবে।

৫। অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৬৮০০ জনের অতিরিক্ত জনবল স্বাভাবিক অবসর/স্বেচ্ছা অবসরের মাধ্যমে হ্রাস পাবে। স্বেচ্ছাবসর কার্যক্রম পচিালনার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ আনুমানিক ১৬০ (একশত ষাট) কোটি টাকা বিএডিসি'র অনুকূলে বরাদ্দ দিবে। স্বেচ্ছাবসর কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত যে সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী উদ্বৃত্ত থাকবেন তাদের বেতন ভাতা প্রদান করা হবে।

৬। পুনর্গঠিত বিএডিসি'র কার্যক্রম শুরু হওয়ার দুই বৎসর পর সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের মূল্যায়ন করা হবে। মূল্যায়নের ফলাফলের আলোকে বিএডিসি,র কার্য পরিধির প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করা হবে।

৭। বিএডিসি'র পুনর্গঠনের পর কৃষি মন্ত্রণালয় বিএডিসি অধ্যাদেশের যথাবিহিত সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৮। বিএডিসি,র দায়-দেনা নিরূপণ এবং সম্পদ সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য আই,এম,ই ডি'র সচিব এর সভাপতিত্বে অর্থ বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এ ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-র এই অনুমোদিত পুনর্গঠন এবং পুনর্নির্ধারিত কার্যাবলী সম্বলিত প্রজ্ঞাপন জনস্বার্থে জারী করা হল এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ডঃ এ এম এম শওকত আলী
সচিব।